ওষুধ

একটা সেমিনারে অংশ নিতে রাঁচী গেছিলাম। উঠেছি বড়পিসিমার বাড়ি। সোমবার থেকে সেমিনার, আমি তার আগের দিন সকালে পৌঁছেছি।

বিকেলে আমার পিসতুতো বোন বুলুর সঙ্গে বসে গল্প করছি, বাইরে থেকে ডাক এলো, "অশ্বিনীবাবু আছেন নাকি?"

পিসেমশাই পাশের ঘর থেকে বললেন, "বুলু, দরজা খুলে দাও। অনিলবাবু এসেছেন।"

বুলু দরজার দিকে এগোতে এগোতে আমায় উদ্দেশ করে নীচু গলায় বললো, "একটু ভাল করে খেয়াল কোরো তুতুদি, ইন্টারেস্টিং লোক ----।"

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। বুলু নিজের মাথায় টোকা মেরে ইশারা করলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে একমুখ হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানালো নবাগত আগন্তুকদের।

বুলু না বললেও বিশেষ ভাবে খেয়াল না করে উপায় ছিল না। ভিড়ের মধ্যেও থমকে চেয়ে থাকার মত চেহারা - দু'জনেরই। অনিলবাবুর নাম অনলবাবু হলেই মানাতো বেশী। ভদ্রমহিলাকে দেখলে মনে হয় ফুটন্ত গোলাপ একটি, যদিও বয়স নিশ্চয়ই চল্লিশে পৌঁছতে বেশী দেরী নেই। সাজপোশাক সুরুচি সম্পন্ন হলেও সান্ধ্য ভ্রমণের পক্ষে একটু যেন মাত্রাছাড়া।

অনিলবাবু কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন এবং ঘরে ঢুকেও একটানা কথা বলে চললেন। পিসেমশাই, পিসিমা এসে বসলেন। এক ফাঁকে চা করে আনলো বুলু। আমি দু'জনকেই স্টাডি করছিলাম বুলুর কথামত। কিন্তু ওর মাথায় টোকা দিয়ে ইশারাটা যে কার পক্ষে প্রযোজ্য এবং ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছে বুলু, সেটা বুঝতে পারছিলাম না। ভদ্রমহিলা (মিসেস সেন) চুপ করে বসেছিলেন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন যথাসাধ্য সংক্ষেপে। অনিলবাবু একনাগাড়ে বকে চললেও, ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গী এবং বিষয়সম্ভারের অভিনবত্বের জন্য শুনতে মজা লাগছিল। একটানা এন্টারটেনমেন্ট যেন।

এরই এক ফাঁকে পিসেমশাই আমার পরিচয় দিলেন। আমি মনোবিজ্ঞানের

অধ্যাপিকা শুনে একটা ভাবান্তর দেখা দিলো অনিলবাবুর। মনে হল কিছু একটা চিন্তা করলেন। একটা মজার ব্যাপার প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলাম। অনিলবাবু যত কথা বলছিলেন, মনে হচ্ছিল স্ত্রীকে শোনানোই আসল উদ্দেশ্য তাঁর। আর কথা মানে যত চিত্তাকর্ষক ঘটনা গল্প ইত্যাদি। যেন কোন সম্রাজ্ঞীর দরবারে চাকরি বজায় রাখছে এক বিদূষক। আমার পরিচয় জানার পর কথার শ্রোতে বাধা পড়লো। ওঁর স্ত্রীকে আমার সঙ্গে বাক্যালাপে ভিড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টায় লাগলেন উনি। ভদ্রমহিলা বিশেষ গা করলেন না। কোনরকম রূঢ়তা প্রকাশ না করেও সব রকম আলাপ আলোচনা এড়িয়ে গেলেন ক্রমাগত।

ইতিমধ্যে পিসিমা উঠে রান্নাঘরে গেলেন।

খানিক পরে ফিরে এসে অনিলবাবুকে বললেন, "আজ রাত্রে আপনারা এখানেই মাছের ঝোল ভাত খেয়ে যান।"

মিসেস সেন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "না-না, রান্না করা রয়েছে বাড়িতে।"

অনিলবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "তাতে কি হয়েছে। ফ্রিজে রেখে দিও, কাল খাওয়া হবে সেগুলো।"

তারপর পিসিমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "কিন্তু আপনার অসুবিধে হবে না তো?"

পিসিমা হেসে বললেন, "অসুবিধে হলে কি আর বলতাম?"

মিসেস সেনকে আমার বেশ অমায়িক, নম্র প্রকৃতির বলে মনে হয়েছিল। সাধারণত বিয়ের ক'বছর পর থেকেই মেয়েদের নমনীয়তা কমতে থাকে। পরিবর্তে একটা রুক্ষ কর্কশতা এসে জুড়ে বসে ক্রমশ। শান্ত লাজুক বধূটিই কালে রণচণ্ডীর মূর্তি ধরেন। এই ভদ্রমহিলাকে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল আমার। শান্ত নম্র মুখে চুপ করে স্বামীর এক তরফা বাক্যালাপ শুনে যাওয়ার এমন নজির আমার অভিজ্ঞতায় বেশী নেই।

রান্নাঘরের পাশে ঘেরা বারান্দায় আসন পাতছে বুলু। পিসিমা রান্নাঘরে। মিসেস সেনের মধ্যে সহসা একটা চঞ্চলতা অনুভব করলাম। বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। নড়াচড়া করছেন খালি। একবার হঠাৎ উঠে পড়লেন। অনিলবাবু তীব্র দৃষ্টিতে ওঁর চোখের দিকে তাকাতেই ভদ্রমহিলা আবার বসে পড়লেন। অনিলবাবু পিসেমশায়ের সঙ্গে কি একটা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন যান্ত্রিক ভাবে। পিসেমশাইও ঘাড় শক্ত করে সামনের

দিকে চেয়ে রয়েছেন। ঘরের আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেছে বুঝতে পারছিলাম, অথচ কারণটা ধরতে পারছিলাম না কিছুতেই।

হতভম্ব ভাবটা চেপে রেখে মিসেস সেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করলাম।

"এ বছর এখানেও বেশ গরম, তাই না?"

"হুঁ।"

"আপনারা কি এখানে বহুদিন থেকে আছেন?"

"হুঁ।"

মরীয়া হয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, "ক'বছর?"

"হুঁ।"

মিসেস সেন সম্মোহিতের মত ঘড়ির দিকে চেয়ে আছেন। হাত দু'টো জোরে মুঠো করা, মুখের রঙ অস্বাভাবিক লাল। অনিলবাবু কথার মাঝখানে কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, "চলো।"

তারপর পিসেমশাইকে বললেন, "বৌদিকে বলে দেবেন অশ্বিনীবাবু। যার যা কপাল ----।"

পিসেমশাই সমবেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, নীরবে ঘাড় নাড়লেন শুধু। মিসেস সেন স্বামীর পিছন পিছন রাস্তায় নামলেন একটি জড়পুত্তলির মত।

খেতে বসে শুনলাম সব। অনিল সেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে অফিসার ছিলেন। স্ত্রীর মানসিক রোগের চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রি-ম্যাচিওর রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন। হেন চিকিৎসা নেই যা বাদ দিয়েছেন। বিদেশ থেকে ওষুধ আনিয়েছেন কাঁড়ি কাঁড়ি। নিজেও মনোবিজ্ঞান ও মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে বই পড়েছেন এনতার।

"উপসর্গগুলো কি?"

"শুধু একটা। ভদ্রমহিলার জীবনে শুধু একটা ইন্টারেস্ট, তা হল ঘুম। দুপুর একটা এবং রাত ন'টা বাজলেই ওঁকে যেন নিশিতে পায়। যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন, ছটফট করতে থাকেন। কিছুতেই আটকানো যাবে না, পাঁচ মিনিটও দেরী করা যাবে না। উনি তখন আর মানুষ থাকেন না, অন্য কিছু হয়ে যান। সারা জগৎটা ছোট হতে হতে ওই একটি কেন্দ্রে এসে পৌঁছেছে এখন। অন্য কোন

বিষয়েই উৎসাহ নেই আর।"

পিসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "স্বামীটার কি গেরো বল দিকি। ছেলেপুলে নেই তাই রক্ষে। ভদ্রলোকের জীবনটাই খাক হয়ে গেল। সারাদিন ওই পাগল বউকে নিয়ে থাকা। পেটের সন্তানকেও অত যত্ন করে না লোকে। নিজের হাতে সাজিয়ে দেয়। যেখানে যত হুজুগ সব জায়গায় নিয়ে যায় - যদি বউয়ের একটু ভাল লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটাই না পাগল হয়ে যায় শেষে ----।"

বুলু বললো, "সত্যি তুতুদি। সেবার পাটনায় অত বন্যা, সবাই পালিয়ে আসছে। অনিলকাকা কাকীমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছলেন সেখানে। বললেন অত লোকের দুঃখ, মৃত্যু, মহামারী দেখে যদি ওর মনটা একটু জাগে। তারপর সেবার সেওয়ান নদীর কাছে একটা হাতী ঘায়েল হয়ে পড়েছিল রাস্তায়। কাকীমাকে দেখাতে নিয়ে গেলেন। কাকীমা ছাই দেখলেন। শুধু ঘড়ির দিকে নজর, কখন ঘুমোনোর টাইম হবে।"

সেমিনারের পর আরও ক'দিন ছিলাম। অনিলবাবু প্রায়ই স্ত্রীকে নিয়ে আসতেন। এক আধবার স্ত্রীর অসুখ সম্বন্ধে আলোচনাও করলেন। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যদি তাঁর মনে কোনও পরিবর্তন আনতে পারি - মনে হল ভদ্রলোকের মনোগত উদ্দেশ্য তাই। আমার অবশ্য শুধু পুঁথিগত বিদ্যা। মনের চিকিৎসা আমার আওতার বাইরে। তবু ওঁর স্ত্রীর যদি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে কোন উপকার হত, খুবই আনন্দিত হতাম। কিন্তু কথা বলবো কার সঙ্গে? ভদ্রমহিলা নম্র সুরে হুঁ - হাঁ'র বেশী এগোলে তো!

আমি রাঁচীতে থাকতেই আরেকটা ঘটনা ঘটলো। সনৎ চ্যাটার্জী নামে এক ডাক্তারের মেমসাহেব বউ পালিয়ে গেল হঠাৎ। অবশ্য একেবারে হঠাৎ নয়। এর আগেও ঝগড়াঝাটি করে দু'একবার গৃহত্যাগ করেছিলেন তিনি, মাথা ঠাণ্ডা হতে ফিরে এসেছেন আবার। এবার তলে তলে প্লেনের টিকিট কেটে একেবারে উধাও। শুধু স্বামীত্যাগই নয়, দেশ ছেড়ে চলে গেছেন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে। অর্থাৎ ফিরে আসার আশা ক্ষীণ। হাবে ভাবে বোঝা গেল এতটা আশঙ্কা করেননি সনৎ চ্যাটার্জী। ঝগড়া হোক যা হোক দীর্ঘ তেরো বছর ঘর করেছেন ওই বউয়ের সঙ্গে। সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়লেন ভদ্রলোক। চেনা জানা সবাই গিয়ে একে একে সমবেদনা জানিয়ে এলো।

আড়ালে তারাই আবার বললো, "এতো জানা কথা বাপু, মেমসাহেব যে

একদিন কেটে পড়বে সে তো অবধারিত ----।"

তেরো বছর যে টিকে ছিল এবং মাঝে মাঝে দিশী বউরাও যে স্বামীকে কলা দেখিয়ে থাকে, এ দুটো তথ্য দিব্যি ভুলে গেল তখনকার মত।

পিসিমাকে সঙ্গে করে পিসেমশাইও ডাঃ চ্যাটার্জীর বাড়িতে গেলেন। ওঁদের মুখেই শুনলাম অনিলবাবুও সস্ত্রীক গেছিলেন ওখানে এবং চ্যাটার্জীর অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে তুলেছেন। আড়ালে নাকি ওঁর চিন্তার কারণটা ব্যক্ত করেছেন পিসেমশায়ের কাছে। সনৎবাবুর যা মানসিক অবস্থা, হঠাৎ আত্মহত্যা-টত্যা করে বসা বিচিত্র নয়।

পিসিমা বললেন, "শুধু সেজন্যে কিনা কে জানে। আমার তো মনে হয় অনিলবাবু ভাবছেন এই সব হুজুগে বউ যদি ঘুমের টাইমটা ভোলে।"

পরের দিনই দিল্লী পাড়ি দিলাম। রাঁচীতে আমার এবার খুব ভাল লেগেছিল। পিসিমা, পিসেমশাই এবং বুলুও বারে বারে বলে দিলো সুযোগ পেলেই যেন আবার আসি। বছর দেড়েক পর সুযোগ জুটে গেল। পাবলিশারের কাছ থেকে আগের পাওনা বাবদ কিছু টাকা পেলাম। ঠিক করলাম পুজোর ছুটির দিনগুলো রাঁচীতেই কাটাবো।

মোট ছ'দিন হাতে ছিল। এবার আর অনিলবাবু এলেন না একবারও। জিজ্ঞেস করে জানলাম ওঁরা ওখানেই আছেন। মনে হল প্রসঙ্গটা খুব একটা পছন্দসই নয় কারও। আমিও আর জেরা করলাম না এ বিষয়ে।

রাঁচী ছাড়ার আগের দিন সকালে বুলুর সঙ্গে বাজারে গেছি। বাজার সেরে রিক্সায় চেপে ফিরছি দু'জনে।

বাড়ির মোড়ের কাছে এসে বুলু ষড়যন্ত্রের সুরে বললো, "এই তুতুদি, এক জায়গায় যাবে?"

"কোথায়?"

"চলো না, দেখবে ----।"

আমায় রিক্সায় বসিয়ে প্যাকেটগুলো বাড়িতে রেখে ফিরে এলো তক্ষুণি। রিক্সাওয়ালাকে নির্দেশ দিল, "যোগদানন্দ স্কুল ----।"

স্কুল পেরিয়ে আরও খানিকটা যাওয়ার পর রিক্সা থেকে নামলাম। সামনেই অনিলবাবুদের বাড়ি। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

ইতস্তত করে বললাম, "এখন তো ভদ্রমহিলার ঘুমোনোর সময়। বিরক্ত হবেন না তো?"

বুলু রহস্যমাখা হাসি হেসে বললো, "এক্ষুণি দেখতে পাবে।"

দরজার কড়া নাড়লো বুলু। একটু পরেই দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন মিসেস সেন।

শান্ত হেসে বললেন, "এই যে এসো।"

তারপর আমার দিকে দেখে বললেন, "আসুন, কবে এলেন রাঁচীতে?"

আমি মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে দেখছিলাম ওঁকে। গতবারে প্রথম দিন দেখে মনে হয়েছিল ফুটন্ত গোলাপের কথা, আজ মনে হল রাহুমুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ। নম্র শান্ত মুখে ধীরে ধীরে কথা বলছেন। এখনও মিতভাষী। কিন্তু এখন আর সেটা অনাগ্রহজনিত নয়। ওঁর মিষ্টি নরম স্বভাবেরই অঙ্গ সেটা। একটুখানি হাসির ছোঁয়া সর্বদা লেগে আছে মুখে।

একথা সেকথার পর প্রশ্ন করলাম, "অনিলবাবু কোথায়?"

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের তলায় বুলুর চটিসমেত পা আমার পায়ের উপর এসে পড়লো। থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। মিসেস সেন লক্ষ্য করলেন কিনা জানি না।

উনি নরম গলায় উত্তর দিলেন, "ঘুমোচ্ছেন। এক একদিন বড্ড ভায়োলেন্ট হয়ে পড়েন। তখন সেডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়।"

বুলু আবার আমার পায়ে চাপ দিতে পরবর্তী প্রশ্ন থেকে বিরত রইলাম।

পর্দা সরিয়ে পাশের ঘর থেকে একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। শ্যামবর্ণ, একটু বেঁটে। চোখে পুরু চশমা। পরনে পাজামা ও গেঞ্জী। মিসেস সেন পরিচয় করিয়ে দিলেন। শুনলাম ইনিই সনৎ চ্যাটার্জী। চায়ের কথা তুলতে আমরা আপত্তি জানিয়ে উঠে পড়লাম। পৌনে একটা বাজে। পিসিমা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এতক্ষণে।

সনৎ চ্যাটার্জী বললেন, "আরে বসুন, বসুন। বিজয়ার পরে শুধু মুখে যেতে নেই।"

মিসেস সেন ট্রে-তে কয়েক প্লেট রসগোল্লা আর লবঙ্গলতিকা এনে টেবিলে রাখলেন।

প্লেটগুলো আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, "খান, বাড়ির তৈরী।"

সনৎ চ্যাটার্জী ওঁর হাত থেকে প্লেট নেবার সময় মৃদু আপত্তির সুরে বললেন,

"আমায় আবার কেন! এক্ষুণি তো ভাত খাবো।"

মিসেস সেন গোলাপী ঠোঁটে হাসির ঝিলিক মেরে মৃদুস্বরে বললেন, "নইলে সবার পেট খারাপ হবে যে!"

চ্যাটার্জী হো হো করে হেসে উঠলেন। খাওয়ার পর ওরা দু'জন আমাদের সঙ্গে বাইরের দরজা অবধি এলেন।

চ্যাটার্জী বললেন, "রাঁচীতে এলে আবার আসবেন কিন্তু!"

মিসেস সেন মিষ্টি করে হাসলেন - অর্থাৎ নিমন্ত্রণটা ওঁর তরফ থেকেও।

রাস্তার মোড়ে এসে একটা রিক্সা নিলো বুলু। নিঃশব্দে উঠে বসলাম। সারা রাস্তা বুলু একটাও কথা বললো না। আমিও।